প্রথম আলো

তারিখ 07 MAR 2015

তিন বছরে বন্ধ ৩৪৫ দিন
দীর্ঘ সেশনজটে শিক্ষার্থীরা

নাজমুস সাকিব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ●

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগভেদে শিক্ষার্থীরা প্রায় তিন বছরের সেশনজটে পড়েছেন। ২০১২ সাল থেকে দফায় দফায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় ৩৪৫ দিন অচল ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সময় অঘোষিতভাবে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অচল ছিল।

২০১৩ সালের বিভিন্ন সময়ে ২০ দলের ডাকা অবরোধ-হরতালে প্রায় দেড় মাস বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন দাবিতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের বাস মালিক সমিতি ক্যাম্পাসে বাস দেওয়া বন্ধ রাখে। তাই পরিবহন সমস্যা থাকায় আরও এক মাস অচল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্রদল তিন দফা ধর্মঘট ডাকে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলের বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১৫ দিনের মতো ক্লাস বন্ধ ছিল। ২৪ আগস্ট ক্যাম্পাসে পুলিশ-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় এক মাস। একই বছরের ৩০ নভেম্বর বাসের চাপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র নিহত হন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যকার সংঘর্ষের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে টানা ৩৭ দিন।

চলতি বছর ৮ জানুয়ারি ক্যাম্পাস খোলা হয়। পরদিন শিবিরের মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও শিবিরের নেতা-কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। সেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অনুষদের অধীন ২২টি বিভাগ আছে। ২০১২ সালে কয়েক দফায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ওই সব বিভাগের সাত শতাধিক পরীক্ষা স্থগিত হয়। এভাবে দীর্ঘ সেশনজটে পড়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ।

ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্র নাসিরুল হক বলেন, '২০০৬ সালে ভর্তি হয়েছি। মাস্টার্স এখনো শেষ করতে পারিনি। পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় দায়িত্বের বোঝাটা নিজের ঘাড়ে নিতে হচ্ছে। এদিকে চাকরির বয়সও ফুরিয়ে আসছে। এখান থেকে কবে বের হব আর কবে চাকরি পাব—এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।'

সম্প্রতি ১৯টি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব বিভাগে দুই বছর থেকে চার বছরের সেশনজট হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের ১৫টি বিভাগের প্রত্যেকটিতে সাত থেকে নয়টি করে ব্যাচ আছে। এ ছাড়া ফলিত বিজ্ঞান অনুষদের ফলিত রসায়ন বিভাগে রয়েছে ছয়টি ব্যাচ।

আইন বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষের ছাত্রী আনিকা তাবাসসুম বলেন, 'তুচ্ছ কারণে ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। আবাসিক হলগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে পড়াশোনা, চাকরি-বাকরি সব ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি।'

উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বাস সরবরাহের ব্যাপারে পরিবহন মালিক সমিতির সঙ্গে কথা চলছে। অভ্যন্তরীণ বৈঠকের মাধ্যমে খুব দ্রুতই ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হবে। সেশনজট কমানোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে সময় বাড়িয়ে দিয়ে এবং ছুটির দিনগুলোতে অতিরিক্ত ক্লাস-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।'